'শিবরাজবিজয়'

1. 'শিবরাজবিজয়' - এর প্রথম নিশ্বাসের সারবস্তু সংক্ষেপে আলোচনা কর।

⇒ 'শিবরাজবিজয়' - এর রচয়িতা হলেন অম্বিকাদত্ত ব্যাস। এটি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'শিবরাজবিজয়' - এ শিবাজীর চরিত্র ও মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে তিনটি 'বিরাম' ও ১২টি নিশ্বাসের মাধ্যমে শিবাজীর চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। এর প্রথম নিশ্বাসটি আমাদের আলোচ্য পাঠ্য। প্রথম নিশ্বাস সূর্যের স্তুতি দ্বারা শুরু হয়েছে — 'অরুণ এষ প্রকাশঃ পূর্বস্যাং ভগবতো মরীচিমালিনঃ'। একজন গুরুসেবা পটু গৌরবর্ণের ব্রহ্মচারী (গৌরবটু) যবনের কবল থেকে একটি ব্রাহ্মণকন্যাকে উদ্ধার করে অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাকে সান্ত্বনা দিয়ে, তার সেবা করে তারপর ঘুমিয়েছিল। তাই সকালবেলায় সে তাড়াতাড়ি উঠতে পারেনি। যদিও তার সহপাঠী শ্যামবটু গুরুর প্রাতঃকালীন সন্ধ্যার সমস্ত সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

দুই ব্রহ্মচারী (গৌরসিংহ ও শ্যামসিংহ) — র মধ্যে যখন কথাবার্তা হচ্ছে তখন তারা এক মহামুনিকে পাহাড়ের শিখর থেকে নামতে দেখল। সেই মহামুনি কবে থেকে পাহাড়ের গুহায় ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলেন তা কেউ বলতে পারে না। তাঁকে কেউ কপিল মুনি, কেউ লোমশ মুনি, কেউ জৈগীষব্য, কেউ বা মার্কণ্ডেয় বলে মনে করে। সেই মুনি আশ্রমে এসে নিজের প্রসঙ্গে বললেন যে, তিনি যুধিষ্ঠিরের সময় সমাধি মগ্ন হয়ে বিক্রমাদিত্যের সময় উঠেছিলেন এবং পুনরায় বিক্রমাদিত্যের সময় সমাধি মগ্ন হয়ে যবনদের অত্যাচারপূর্ণ বর্তমান সময়ে উত্থিত হয়েছেন। মহামুনি ব্রহ্মচারীদ্বয়ের গুরুকে ভারতের বর্তমান অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন যবনরাই এখন শাসন করছে। কারণ পরাক্রমশালী

Scanned by CamScanner

রাজা বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর যোগ্য শাসকের অভাবে সাম্রাজ্য দুর্বল হতে শুরু করে। ক্ষমতার লোভে মন্ত্রীরা রাজকর্তব্য ভুলে গিয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। সেনারাও নারীদের প্রতি আসক্ত হয়ে নিজেদের প্রভাব নষ্ট করে ফেলে। এই সুযোগে গজনী দেশের রাজা, অত্যন্ত অহংকারী মহামদ (মামুদ) গজনী ভারতবর্ষকে আক্রমণ করে বসে। সে প্রজাদের সম্পদ লুট করার পাশাপাশি মন্দিরগুলিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। মন্দিরের ভিতরের মূর্তিগুলিকে ভেঙ্গে, মূর্তির মধ্যস্থিত রত্নসমূহ শতশত উটের পিঠে চাপিয়ে নিজের দেশে নিয়ে যায়।

এইভাবে সম্পদের স্বাদ পেয়ে সে অন্তত ২২বার ভারতবর্ষকে লুট করেছিল। মামুদ গুজরাট আক্রমণ করে, গুজরাটের প্রসিদ্ধ সোমনাথ তীর্থকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল। এখন সেই তীর্থের নামও কেউ স্মরণ করতে পারে না। কিন্তু সেই সময় সোমনাথ তীর্থের অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। সোমনাথ তীর্থের যে শিবমন্দির তার দরজাগুলি ও স্তম্ভগুলি মহামূল্যবান বৈদূর্যমণি, পদ্মরাগমণি ও হীরের দ্বারা সজ্জিত ছিল। তাই যবনরাজ মামুদ সেই মন্দিরের সমস্ত স্তম্ভ, সমস্ত দরজা এবং সমস্ত শিলেকোঠাগুলিকে ভেঙ্গে রত্নসমূহ লুট করেছিল। সোমনাথ মন্দিরের ঘণ্টাটি ছিল প্রায় ২০০টি সোনার শিকলে বাঁধা। সেই ঘণ্টাটিকেও মামুদ নিয়ে গিয়েছিল। অবশেষে সেই মামুদ গদাঘাতে মহাদেবের মূর্তিকে ভেঙ্গে মূর্তির অভ্যন্তরের রত্নসমূহ উটের পিঠে চাপিয়ে গজনীতে নিয়ে গিয়েছিল।

১০৮৭ বিক্রমাব্দে শোকে, কষ্টে মামুদ প্রাণত্যাগ করলে গৌরদেশবাসী শাহাবুদ্দিন নামক এক যবনরাজ গজনী দেশকে আক্রমণ পূর্বক মামুদের বংশকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তারপর

Scanned by CamScanner

শাহাবুদ্দিন ১১৫০ বিক্রমাব্দে চতুরঙ্গ সেনার সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ধূর্ত শাহাবুদ্দিন, দিল্লীর সম্রাট পৃথ্বীরাজ এবং কান্যকুব্জের সম্রাট জয়চন্দ্রকে পরস্পরের সঙ্গে বিবদমান দেখে অনায়াসে দুজনকে বিনাশ করে। এরপর সে বারানসী পর্যন্ত সমস্ত জনপদকে একত্রিত করে বিস্তৃত রাজ্যকে নিজের অধীনে নিয়ে আসে। শাহাবুদ্দিনই প্রধানত ভারতে যবনরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তারই এক ক্রীতদাস কুতুবউদ্দিন ভারতবর্ষের প্রথম সম্রাট হয়েছিল।

সেই থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত রাক্ষসেরাই ভারতবর্ষকে শাসন করছে। যদিও তাদের মধ্যে আকবর শাহ নামক এক যবনরাজ ভারতের যুক্ত শক্তি ছিলেন, তবুও তিনি শান্তিপ্রিয় ও বিদ্বৎপ্রিয় ছিলেন। তারই প্রপৌত্র আলমগীর উপাধিধারী ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সম্রাট হয়েছিলেন। প্রায় সমস্ত ভারতকে নিজের অধিকারে আনলেও দক্ষিণ ভারতে প্রচুর পাহাড় থাকায় ঔরঙ্গজেব সেই অংশে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। মহারাষ্ট্রবাসীদের মুকুটের মণি, মহাবীর, শিবাবতার শিবাজী ঔরঙ্গজেবের প্রধান শত্রু। মহাবীর শিবাজী পুনানগরের কাছে সিংহগড় দুর্গে সেনাদের সঙ্গে বসবাস করতেন।

মহামুনি ভারতের বর্তমান অবস্থা জেনে পুনরায় পাহাড়ের গুহায় তপস্যা করতে চলে গেলে এবং সেখানে উপস্থিত সবাই ধীরে ধীরে চলে গেলে ব্রহ্মচারীদের গুরু তখন গৌরসিংহের সঙ্গে কিছু একটা আলোচনা করতে যাচ্ছিলেন

Scanned by CamScanner

তখনই তিনি আশ্রমের ভিতর কোনো একজনের উপস্থিতি অনুভব করলেন। অনেক খোঁজার পর গৌরসিংহ একজন যবন যুবককে দেখতে পেল। এই যবন যুবকই ব্রাহ্মণকন্যাকে অপহরণ করেছিল। সেই যবন যুবক পুনরায় ব্রাহ্মণকন্যাকে অপহরণের চেষ্টা করলে গৌরসিংহ চন্দ্রহাস খড়্গের দ্বারা তার মাথা কেটে দিল। এই ঘটনায় ব্রহ্মচারীদের গুরুদেব গৌরসিংহের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন — এই হল 'শিবরাজবিজয়'- এর প্রথম নিশ্বাসের সারসংক্ষেপ।

মহাকবি অম্বিকাদত্ত ব্যাস বৈদর্ভীরীতির কবি। আচার্য বামন তাঁর কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি গ্রন্থে বৈদর্ভীরীতির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন — 'সমস্তগুণোপেতা বৈদর্ভী'। অর্থাৎ যে রচনায় সমাসবহুল পদের এবং প্রসাদাদিগুণের ব্যবহার দেখা যায় তাকে বৈদর্ভীরীতি বলে। মহাকবি অম্বিকাদত্ত ব্যাসের রচনায় অনেকস্থানেই বৈদর্ভীরীতির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—

- 'দক্ষিণতঃশোণো নির্ঝরঝর্ঝরধ্বনিধ্বনিতদিগন্তরঃ। ফলপাটলাধ্যাদচপলিত-চঞ্চুপুটজাকুলাকুলিতাধিকবনিতশাখিশাখাসমূহব্যাপ্তঃ সুন্দরকন্দরঃ পার্বতখণ্ড আসীৎ।'
- 'ভগবন্!, বদ্ধসিদ্ধাসনে নিরুদ্ধনিঃশ্বাসৈঃ প্রবোধিতকুণ্ডলিনীকৈর্বিজিতদশে-ন্দ্রিয়ৈরনাহতনাদতত্ত্বমবলম্ব্যাজ্ঞাচক্রং সংধ্যায়ন্য।'

অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালংকার ও রূপক প্রভৃতি অর্থালংকারের প্রয়োগে মহাকবি অম্বিকাদত্ত ব্যাস ছিলেন সিদ্ধহস্ত। যেমন— 'নির্ঝরঝর্ঝরধ্বনিধ্বনিতদিগন্তরঃ'- এই উদাহরণে 'ঝ'-কার ও 'র'- কার বারবার উচ্চারিত হওয়ায় এখানে অনুপ্রাস অলংকার হয়েছে। প্রথম নিশ্বাসের শুরুতেই যে সূর্যোদয়ের বর্ণনা তাতে রূপক অলংকারের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

Scanned by CamScanner